ভাতের সাথে কাপড় চাই
ধানের পাশে তুলা চাই

তুলা চাষি ভাইদের জন্য পরামর্শ

- তুলা একটি লাভজনক অর্থকরী ফসল। এক হেক্টর জমিতে তুলা চাষ করে ৬ মাসে ৬০-৬৫ হাজার টাকা আয় করা সম্ভব।
- আধুনিক পদ্ধতিতে উন্নতজাতের তুলাচাষ করে অধিক লাভবান হউন।
- দোআঁশ থেকে বেলে দোআঁশ মাটি তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী, তবে কম উর্বর ও পতিত জমি যেমন নদীর তীরবর্তী বেলে দোআঁশ ও বেলে মাটিতে ও চরাঞ্চলেও তুলাচাষ করে অন্যান্য ফসলের তুলনায় অধিক লাভবান হওয়া সম্ভব।
- শ্রাবন মাস তুলা বীজ বপনের উপযুক্ত সময়। তাই যে জমিতে তুলা চাষ করবেন, সে জমিতে এ সময়ে স্বল্প মেয়াদী গ্রীষ্মকালীন সব্জী, তিল, মরিচ, বরবটি, মিষ্টি কুঁমড়া দেশীপাট ও আউশ ধানের চাষ করে সারা বছর জমির পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন।
- তুলাবীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণের এখনই উপযুক্ত সময়। বীজতুলা জিনিং করে প্রাপ্ত তুলাবীজ ২/৩ দিন, প্রতিদিন ৩-৪ ঘন্টা রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে চটের ব্যাগে/বস্তায় অথবা পলিথিন ব্যাগে মুখ বন্ধ করে পরবর্তী মৌসুমের বীজের জন্য সংগ্রহ করুন।
- অধিক ফলন পেতে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সরবরাহকৃত উন্নতমানের তুলাবীজ সংগ্রহ করুন।
- তুলা চাষ করে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য দু'সারি তুলার মাঝে সাথি ফসল হিসেবে লালশাক, ডাটাশাক, মুলাশাক, মুগ, হলুদ, মরিচ ও ধনিয়া প্রভৃতি ফসলের চাষ করুন।
- পুষ্ট তুলাবীজ থেকে ১২-১৫% হারে খাবার তেল পাওয়া যায়। এছাড়া তেলআহরনের পর বীজ থেকে খৈল পাওয়া যায়। যা গবাদী পশু ও মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।
- তুলা গাছের পাতা জমিতে পঁচে জৈব সার হয় এবং শুকনো তুলা গাছ জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্যে আপনার নিকটস্থ তুলা উন্নয়ন বোর্ডের মাঠকর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামার খামার বাড়ি, ঢাকা-১২১৫।

DFP-222-16/3/09 G-10

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে অঙ্গীকার

মেয়ে শিশুর জন্য জীবনের সকল সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হোক।

মেয়ে শিশুর প্রতি আর কোন বৈষম্য নয়।

মেয়ে শিশু গড়ে উঠুক যোগ্য নাগরিক হিসেবে।

সকল ক্ষেত্রে মেয়ে শিশুর ইতিবাচক ভাবমূর্তি গড়ে উঠুক।

মেয়ে শিশু বোঝা নয়, সকল শিশুই আমাদের সম্পদ।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

DFP-226-16/3/09 G-13

১৭ মার্চ ২০০৯ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্ম দিবস "জাতীয় শিশু দিবস" উদযাপন উপলক্ষে মাদকমুক্ত সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

- মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া মাদকদ্রব্য গ্রহণে
মানুষের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ক্ষতি

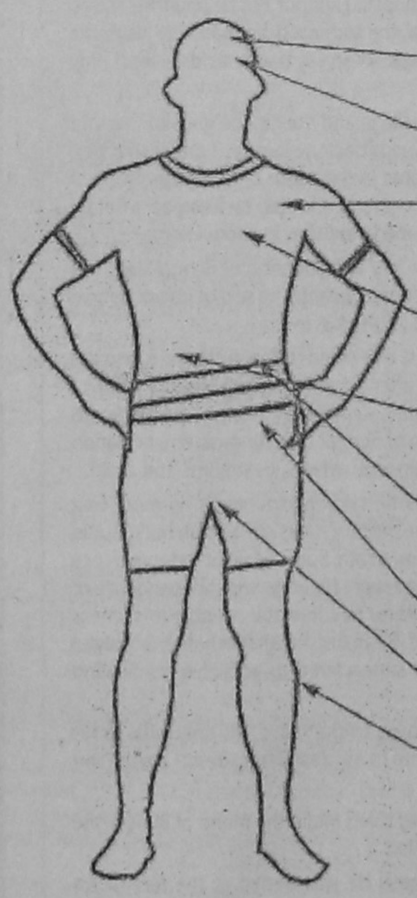

স্নায়ুমন্ডলি - মানসিক রোগ দেখা দেয়, স্মরণশক্তি কমে যায়।

চোখ - দৃষ্টি শক্তি ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যায়।

রক্ত প্রণালী - রক্তাল্পতা দেখা দেয়, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়।

হৃদযন্ত্র (হার্ট) - হৃদযন্ত্রের কার্যকারিতা কমে যায়, হৃদযন্ত্র বড় হয়ে যায়।

যকৃত (লিভার) - জন্ডিস, হেপাটাইটিস, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার হয়।

পরিপাকতন্ত্র - হজম শক্তি কমে যায়। আলসার, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

বৃক্ক (কিডনী) - কিডনী ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ে।

প্রজনন তন্ত্র - যৌন ক্ষমতা কমে যায়, বিকৃত সন্তানের জন্ম হয়।

ত্বক (স্কিন) - চামড়া খসখসে হয়ে যায়, চুলকানি হয়, ফোড়া ও ঘা হয় যা থেকে অনেক সময় শরীরে পচন ধরে।

মাদক হতে দূরে থাকুন, মাদকমুক্ত সমাজ গড়ুন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

DFP-223-16/3/09
G-11